القرآن الكريم

আল কুরআনুল করীম

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۠

১. সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী[১]

।। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক[২] আল্লাহ্‌রই,

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,[৩]

৩. কর্মফল[৪] দিবসের মালিক।

৪. আমরা শুধু তোমারই ‘ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

৫. আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর,

৬. তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ,

৭. তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।[৫]

---

১. যে সকল আয়াত ও সূরা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ তাহা মক্কী হিজরতের পরে যাহা অবতীর্ণ তাহা মাদানী।

২. رب শব্দটির অর্থ প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক, বিবর্ধক ও মালিক। যিনি প্রতিপালক তিনিই আদিতে স্রষ্টা, পরে সংরক্ষক ও বিবর্ধক। সুতরাং ‘রব’-এর অনুবাদ প্রতিপালক করা হইয়াছে।

৩. আল্লাহ্‌র দান দুইভাবে প্রকাশিত ঃ (ক) আয়াস-নিরপেক্ষ—বিনা ক্লেশে জাতি-ধর্ম ও পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে জীবমাত্রই যাহা লাভ করে, যথা-পানি, বায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি, (খ) আয়াসলভ্য–পরিশ্রমের বিনিময়ে জীব যাহা লাভ করে, যথা-ক্ষেতের ফসল, প্রাণীর আহার সংস্থান, আত্মার বিকাশ ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র যে গুণ দ্বারা জীব প্রথমোক্ত অবদানগুলি লাভ করে তাঁহার সেই গুণবাচক নাম ‘রাহমান’, আর যে গুণ দ্বারা জীব শেষোক্ত দানগুলি লাভ করে আল্লাহ্‌র সেই গুণবাচক নাম ‘রাহীম’।

৪. ‘দীন’ অর্থ ধর্ম, ন্যায়বিচার, বিধি-বিধান ও কর্মফল। এখানে দীন ‘কর্মফল’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫. এই সূরা পাঠশেষে آمين পড়া সুন্নাত, অর্থ ‘কবুল কর’। শব্দটি সূরার অংশ নহে।

২. সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ‘, মাদানী

॥ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

১. আলিফ্-লাম-মীম[৬],

২. ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের[৭] জন্য ইহা পথ-নির্দেশ,

৩. যাহারা অদৃশ্যে[৮] ঈমান আনে, সালাত কায়েম[৯] করে ও তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে[১০],

৪. এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتٌّ وَثَمَانُونَ آيَةً وَأَرْبَعُونَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- الٓمّٓ ۝

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

---

৬ এই পৃথক অক্ষরগুলিকে আল-হুরূফ আল-মুকাত্‌তা‘আত (الحروف المقطعات) বলা হয়। কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এইরূপ অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন।

৭. (ক) وقى ধাতু হইতে নির্গত; অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা।
(খ) তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ ভীতিপ্রদ বস্তু হইতে আত্মরক্ষা করা। ইসলামী পরিভাষায় পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্‌ওয়া—(রাগিব)। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, একদা হযরত ‘উমর (রা) হযরত উবায় ইব্‌ন কা‘ব (রা)-কে তাক্‌ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘আপনি কি কখনও কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়াছেন?’ হযরত উমর (রা) বলিলেন, ‘হ্যাঁ’। ‘আপনি তখন কি করিয়াছেন?’ তিনি বলিলেন, ‘আমি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দ্রুতগতিতে ঐ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম।’ হযরত উবায় ইব্‌ন কা‘ব (রা) বলিলেন, ‘ইহাই তাক্‌ওয়া’ (কুরতুবী)।

৮. অদৃশ্য, দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত, যেমন আল্লাহ্, মালাইকা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

৯. সালাত কায়েম করা দ্বারা যথাযথভাবে, যথানিয়মে, যথাসময়ে সকল শর্ত পালন করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে সালাত সম্পাদন করিয়া যাওয়া বুঝায়।

১০. শরী‘আতসম্মতভাবে নিজের ও অপরের জন্য।

৫. তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক-নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

٥- أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৬. যাহারা কুফরী[১১] করিয়াছে তুমি তাহাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা ঈমান আনিবে না।

٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৭. আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়াছেন,[১২] তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

٧- خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ
وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ○

(রুকূ' ২)

৮. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে ঈমান আনিয়াছি', কিন্তু তাহারা মু'মিন নয়;

٨- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ○

৯. আল্লাহ্ এবং মু'মিনগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

٩- يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ
وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

১০. তাহাদের অন্তরে ব্যাধি[১৩] রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী।

١٠- فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ ○

১১. তাহাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না', তাহারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'।

١١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ○

---

১১. কাফারু-'কুফরুন' (كُفْر) ধাতু হইতে নির্গত। ইহার আভিধানিক অর্থ 'আবৃত করা' বা 'ঢাকিয়া ফেলা'। শরী'আতের পরিভাষায় কাফির অর্থ : যে ব্যক্তি কুরআন নির্দেশিত সত্য গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে।

১২. কাফিররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে নিজদিগকে পরিচালিত করায় উহাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য, কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎ পথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। ইহাকে রূপক অর্থে মোহর করিয়া দেওয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হইয়াছে। মোহর করিয়া দেওয়ার শাব্দিক অর্থ 'সীল করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া'।

১৩. তাহাদের অন্তরে কপটতা-ব্যাধি রহিয়াছে। এই ব্যাধি আল্লাহ্‌র অলজ্ঘ্য নিয়মে নিজেই ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অর্থে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১২. সাবধান। ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না।

١٢- اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

১৩. যখন তাহাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব ?' সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা জানে না।

١٣- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

১৪. যখন তাহারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি'; আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের শয়তানদের[১৪] সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছি; আমরা শুধু তাহাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।'

١٤- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

১৫. আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে তামাশা করেন[১৫] এবং তাহাদেরকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার অবকাশ দেন।

١٥- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১৬. ইহারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তাহারা সৎপথেও পরিচালিত নহে।

١٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

১৭. তাহাদের উপমা : যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ্ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—

١٧- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

১৪. শায়তান-শাতানুন (شَطَنَ) ধাতু হইতে আগত। ইহার অর্থ 'সত্য ও উত্তম পথ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া'। শয়তান সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া সরল সহজ পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মুনাফিক দলপতিগণকে সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আয়াতে 'শায়াতীন' ('শায়তান'-এর বহুবচন) বলা হইয়াছে।

১৫. তাহাদের এই দুষ্কার্যের জন্য আল্লাহ্র অমোঘ নিয়মে তাহারা ঠাট্টা-তামাশার পাত্র হইবে।

১৮. তাহারা বধির, মূক, অন্ধ,[১৬] সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

١٨- صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

১৯. কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ—যাহাতে রহিয়াছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ কাফিরদের পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

١٩- اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ
وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ
وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

২০. বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহারা তখনই তাহাতে পথ চলিতে থাকে এবং যখন তাহারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٠- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ
اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
ع اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(রুকূ' ৩)

২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার,

٢١- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ
الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

٢٢- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا
وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۠ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২৩. আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী

٢٣- وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى
عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا

১৬. সত্য কথা শুনে না ও বলে না এবং সত্য পথ দেখিতে অসমর্থ (দ্র. টীকা নং ১২)।

হও[১৭] তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে[১৮] আহ্বান কর।

২৪. যদি তোমরা আনয়ন[১৯] না কর এবং কখনই করিতে পারিবে না,[২০] তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

২৫. যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাহাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত—যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদেরকে ফলমূল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই; তাহাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী[২১] রহিয়াছে, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

২৬. আল্লাহ্ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে দ্বিধা বোধ করেন না।[২২] সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য—যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে, আল্লাহ্ কী অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন,

شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

٢٤-فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

٢٥-وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا
هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ
وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ
وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

٢٦-اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا
مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ
وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ
اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وقف لازم

১৭. সত্যবাদী হও তোমাদের দাবিতে।

১৮. 'শুহাদা', এক বচনে শাহিদ। শাহিদ অর্থ সাক্ষী। শাহাদাতুন شهادة ক্রিয়ামূল হইতে নির্গত, অর্থ : উপস্থিত হওয়া ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কোন কিছুর বর্ণনা দেওয়া। এখানে সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯. 'আনয়ন' শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।—নাসাফী

২০. অতীতে পার নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না।

২১. এখানে 'হুম' আরবী পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হইলেও বেহেশ্তবাসিনী নারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শুধু পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। যথা (২ : ১৮৩) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ। এখানে 'কুম্' পুরুষবাচক হইলেও নর-নারী উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য।

২২. কুরআনের উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মাকড়সা (২৯ : ৪১) ও মাছির (২২ : ৭৩) উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করে, যে আল্লাহ্ মহান, তাঁহার কালামে এই ধরনের নগণ্য ও নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা কিভাবে থাকিতে পারে? ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَوْقَ-এর অর্থ উপর, উচ্চ। এখানে ক্ষুদ্রত্বের নিরিখে উচ্চ অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রতর'।

وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفٰسِقِينَ ۝

আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ-পরিত্যাগ-কারিগণ[২৩] ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না—

٢٧-الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ
أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

২৭. যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকারে[২৪] আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٨-كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوٰتًا
فَأَحْيٰكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

٢٩-هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ع

২৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(রুকূ' ৪)

٣٠-وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۚ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

৩০. স্মরণ কর,[২৫] যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি', তাহারা বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন, যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে ? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস

২৩. ফাসিকুন, একবচনে ফাসিক (فاسق) অর্থ : অবাধ্য হওয়া, আল্লাহ্‌র আদেশ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ হইতে সরিয়া যাওয়া। অতএব সত্যত্যাগী, অবাধ্য, পাপী, দুষ্কৃতিকারী প্রভৃতিকে ফাসিক বলা হয়।

২৪. আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক স্বীকার করিয়া সকল মানব সন্তান সৃষ্টির আদি (আযল)-তে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল (৭ : ১৭২)

২৫. 'স্মরণ কর' (اُذْكُرْ) কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে। আরবী বাগধারা অনুযায়ী বাক্যের প্রথমে থাকিলে 'স্মরণ কর' ক্রিয়াটি প্রায়ই উহ্য থাকে। কুরআন মাজীদে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।[২৬] তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।'

وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩১. আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম[২৭] শিক্ষা দিলেন, তারপর সেই সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[২৮]

٣١- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ○

৩২. তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'

٣٢- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ○

৩৩. তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তাহাদেরকে এই সকল নাম বলিয়া দাও।' সে তাহাদেরকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি?'

٣٣- قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

৩৪. যখন আমি ফেরেশতাদের বলিলাম, 'আদমকে সিজ্‌দা কর', তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করিল; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

٣٤- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ○

৩৫. এবং আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না ; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

٣٥- وَقُلْنَا یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ○

২৬. খলীফা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য ফেরেশ্‌তারা এইরূপ বলিয়াছিলেন।

২৭. বস্তুজগতের জ্ঞান।

২৮. সত্যবাদী হও তোমাদের বক্তব্যে।

৩৬. কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদেরকে বহিষ্কার করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

٣٦- فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
كَانَا فِيهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ○

৩৭. অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٧- فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط
إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৩৮. আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

٣٨- قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ○

৩৯. আর যাহারা কুফরী করিবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ
أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ ع

(রুকূ' ৫)

৪০. হে বনী ইসরাঈল![২৯] আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

٤٠- يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ
أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ج
وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

২৯. হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র ইয়া'কূব (আ), তাঁহার আর এক নাম ইস্রাঈল, তাঁহারই বংশধর বনী ইস্রাঈল নামে পরিচিত।

৪১. আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আন।[৩০] ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার প্রত্যায়নকারী। আর তোমরাই উহার প্রথম প্রত্যাখ্যান-কারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিও না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

٤١- وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا
بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫
وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ۝

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।

٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪৩. তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যাহারা রুকূ‘ করে তাহাদের সঙ্গে রুকূ‘ কর।[৩১]

٤٣- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও, আর নিজদেরকে বিস্মৃত হও ? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

٤٤- اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

٤٥- وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا
لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

৪৬. তাহারাই বিনীত[৩২] যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

٤٦- الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ
وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ ع

(রুকূ‘ ৬)

৪৭. হে বনী ইসরাঈল ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।

٤٧- يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ
الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩০. মূল তাওরাত ও ইন্‌জীলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩১. ركوع অর্থ মাথা নত করা, শরী‘আতের পরিভাষায় সালাতের একটি রুক্‌ন। আয়াতে ফরয্ সালাত জামা‘আতের সঙ্গে কায়েম করার নির্দেশ রহিয়াছে।

৩২. ‘তাহারাই বিনীত’ কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৪৮. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না।

٤٨-وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ
نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৯. স্মরণ কর, যখন আমি ফির'আওনী[৩৩] সম্প্রদায় হইতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ্ করিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা ছিল;

٤٩-وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ
وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলাম[৩৪] ও ফির'আওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

٥٠- وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ
وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ ○

৫১. —যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম,[৩৫] তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গোবৎসকে[৩৬] উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; আর তোমরা তো জালিম।

٥١-وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৩৩. ফির'আওন মিসরীয় নৃপতিদের উপাধি, দ্বিতীয় রা'মসীস ছিল মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ফির'আওন, রাজত্বকাল আনু. খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫২-১২৮৫ সাল।
মূসা (আ)-এর পিতার নাম 'ইমরান, তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাওরাত কিতাব তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বনী ইস্রাঈলকে ফির'আওনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

৩৪. মূসা (আ)-এর সঙ্গে বনী ইস্রাইল মিসর ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় ফির'আওন সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। পথিমধ্যে সাগর (লোহিত সাগর) পড়ে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয়, বনী ইস্রাঈল পার হইয়া যায় আর ফির'আওন তাহার দলবলসহ ডুবিয়া যায়।

৩৫. মূসা (আ) আল্লাহ্র আদেশে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত তূর পাহাড়ে 'ইবাদতে মশগুল থাকার পর প্রতিশ্রুত তাওরাত কিতাব লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. ৭ : ১৪২-৪৫)।

৩৬. সামিরী নামক এক ব্যক্তি গোবৎসের একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়াছিল (দ্র. ৭ : ১৪৮; ২০ : ৮৫, ৯৫, ৯৬)। তাহার প্ররোচনায় কিছুসংখ্যক বনী ইসরাঈল উক্ত গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

৫২. ইহার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়াছি, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৩. —আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও 'ফুরকান'[৩৭] দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

٥٣- وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫৪. —আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ,[৩৮] সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা[৩৯] কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

٥٤- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ
ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۭ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۭ
اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৫. —যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না', তখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে[৪০] আর তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।

٥٥- وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ
حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ
وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫৬. অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করিলাম[৪১] যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٥٦- ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ○

৩৭. ফুরকান (فرقان) ف-ر-ق ধাতু হইতে নির্গত, অর্থ : বিভক্ত করা ও দ্বিখণ্ডিত করা। যাহা সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করিয়া দেয় তাহাকে ফুর্কান বলে।

৩৮. তাহারা গোবৎসের পূজা করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছিল।

৩৯. কাত্লুন (قتل) অর্থ প্রাণ নাশ করা। তোমাদের স্বজনদের মধ্যে গোবৎসের পূজা করিয়া যাহারা অপরাধী হইয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা কর। 'কাত্লুন্-নাফ্স' কুপ্রবৃত্তি দমন করা এবং আত্মাকে সংযত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (--রাগিব)। কেহ কেহ এখানে দ্বিতীয় অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন।

৪০. আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে দেখিবার দাবি করায় শাস্তিস্বরূপ তাহাদের ৭০ জন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটে; (৭ : ১৫৫)।

৪১. অতঃপর মূসা (আ)-এর দু'আয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

৫৭. আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না[৪২] ও সাল্ওয়া[৪৩] প্রেরণ করিলাম। বলিয়াছিলাম[৪৪], 'তোমাদেরকে যে উত্তম জীবিকা দান করিয়াছি তাহা হইতে আহার কর।' তাহারা 'আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিই জুলুম করিয়াছিল।'

٥٧- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৫৮. স্মরণ কর, যখন আমি বলিলাম, 'এই জনপদে[৪৫] প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়া এবং বল : 'ক্ষমা চাই'। 'আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব।'

٥٨- وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৫৯. কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদেরকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম, কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল।

٥٩- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ
قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ ○ ع

(রুকূ' ৭)

৬০. স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে উহা হইতে বারটি[৪৬] প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম,[৪৭] 'আল্লাহ্-প্রদত্ত

٦٠- وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا

৪২. 'মান্না' এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য, শিশির বিন্দুর ন্যায় গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর জমিয়া থাকিত।

৪৩. 'সালওয়া' এক প্রকার পাখির গোশ্ত। উভয় প্রকার খাদ্য ইস্রাঈল-সন্তানগণকে 'তীহ' প্রান্তরে আল্লাহ্ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৪৪. আরবীতে 'বলিয়াছিলাম' কথাটি উহ্য রহিয়াছে।

৪৫. জনপদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা 'আরীহা' (--কুরতুবী)।

৪৬. বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র ছিল (দ্র. ৫ : ১২)।

৪৭. 'বলিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ○

জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى
طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا
وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ
هُوَ خَيْرٌ ۚ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا
سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ
ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ ع

৬১. যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মূসা! আমরা একইরকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না; সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম,[৪৮] মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মূসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যাহা চাও নিশ্চয়ই তাহা সেখানে আছে।' তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে[৪৯] অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।

(রুকূ' ৮)

٦٢- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬২. নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খ্রিস্টান ও সাবিঈন[৫০]— যাহারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে[৫১] ও সৎকাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৪৮. 'ফূমুন' (فوم) অর্থ গম ও শস্য, কোন কোন ভাষ্যকার 'রসুন' অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন।

৪৯. আল্লাহ্‌র আহকাম অথবা মূসা (আ)-এর মু'জিযাগুলিকে অস্বীকার করিত।

৫০. 'সাবিঈন' বহু বচন, সাবী এক বচন, অর্থ : যে নিজের দীন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দীন গ্রহণ করে (কুর্‌তুবী)। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন হইতে তাহাদের পসন্দমত কিছু কিছু বিষয় তাহারা গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা নক্ষত্র ও ফেরেশ্‌তাপূজা করিত। 'উমর (রা) তাহাদিগকে কিতাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

৫১. আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বুঝায়।

৬৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম এবং 'তূর'কে[৫২] তোমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম;[৫৩] বলিয়াছিলাম,[৫৪] 'আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ কর এবং তাহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার।'

٦٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ
بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

৬৪. ইহার পরেও তোমরা মুখ ফিরাইলে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকিলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

٦٤- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৫. তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবার[৫৫] সম্পর্কে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদের বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।'

٦٥- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ○

৬৬. আমি ইহা তাহাদের সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করিয়াছি।

٦٦- فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৬৭. স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করার আদেশ দিয়াছেন',[৫৬] তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ ?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

٦٧- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا
اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৫২. 'সিনাই' এলাকায় অবস্থিত 'তূর' পাহাড়, যেখানে মূসা (আ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

৫৩. মূসা (আ)-এর উম্মতগণ একটি ধর্মবিধান চাহিয়াছিল। তাওরাতে বিধান প্রদত্ত হইলে তাহারা উহা মানিতে অস্বীকার করে। তখন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় উত্তোলন করিয়া তাহাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইলে তাহারা উহা গ্রহণ করে (৭ : ১৭১)

৫৪. 'বলিয়াছিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৫৫. তাহাদের দীনে সপ্তাহের এই একটি দিন আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছিল নিষিদ্ধ। ইহা অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈলাত (Elath) নামক স্থানের (বর্তমানে আকাবা) অধিবাসীরা এই দিনে মৎস্য শিকার করিয়া আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করায় তাহাদেরকে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৬. বনী ইস্‌রাঈলের এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তাহার হত্যাকারী কে, ইহা জানা যাইতেছিল না। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে মূসা (আ) তাহাদেরকে একটি গরু যবেহ করিয়া উহার এক খণ্ড গোশত দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিলেন। তাহারা আদেশমত কাজ করিলে নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হইয়া উঠে ও হত্যাকারীর নাম বলিয়া পুনরায় মারা যায়।

৬৮. তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কিরূপ ?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়—মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।'

٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ
وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

৬৯. তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহার রং কি ?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদের আনন্দ দেয়।'

٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۙ
فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○

৭০. তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কোন্‌টি ? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইয়াছি এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব।'

٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ
إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ
وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○

৭১. মূসা বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই—সুস্থ নিখুঁত।' তাহারা বলিল, 'এখন তুমি সত্য আনিয়াছ।' যদিও তাহারা যবেহ করিতে উদ্যত ছিল না, তবুও তাহারা উহাকে যবেহ করিল।

٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ
تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ
لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ
ع فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

(রুকূ' ৯)

৭২. স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে[৫৭]—তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ
وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ○ ج

৫৭. দ্র. টীকা নং ৫৬।

৭৩. আমি বলিলাম, 'ইহার[৫৮] কোন অংশ দ্বারা উহাকে আঘাত কর।' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন তোমাদেরকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

٧٣- فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ
اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

৭৪. ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। কিছু পাথরও এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়; আবার কিছু এমন যাহা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধসিয়া পড়ে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ
وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ
وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৭৫. তোমরা[৫৯] কি এই আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে—যখন তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে; অতঃপর তাহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে, অথচ তাহারা জানে।

٧٥- اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৬. তাহারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদেরকে বলিয়া দাও ? ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?'

٧٦- وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ
وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا
اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৭৭. তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাহা জানেন ?

٧٧- اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

৫৮. এ স্থলে 'ইহা' অর্থ গরু এবং 'উহা' অর্থ নিহত ব্যক্তি।

৫৯. তোমরা অর্থাৎ মুসলিমগণ।

٧٨- وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ
اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○ النصف

৭৮. তাহাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

٧٩- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ
بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا
كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

٨٠- وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا
مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮০. তাহারা বলে, 'দিনকতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করিবে না।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ; অতএব আল্লাহ্ তাঁহার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করিবেন না কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?'

٨١- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ
خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮১. হাঁ, যাহারা পাপকাজ করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদেরকে পরিবেষ্টন করে তাহারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٨٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا
ع خٰلِدُوْنَ ○

৮২. আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

(রুকূ' ১০)

٨٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

৮৩. স্মরণ কর, যখন বনী ইস্‌রাঈলের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদত করিবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সঙ্গে

সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প-সংখ্যক লোক ব্যতীত[৬০] তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলে।

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৮৪. —যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিবে না, অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

٨٤- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ
وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৮৫. তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও ; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।[৬১] তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

٨٥- ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ
وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ
بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج
فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا
خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৬০. তাহাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ও তাঁহার সঙ্গীরা ব্যতীত আর সকলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ অমান্য করিয়াছিল।

৬১. আওস ও খায্‌রাজ নামক দুই গোত্র ছিল মদীনার অধিবাসী। বানূ কুরায়জা, বানূ কায়নুকা ও বানূ নাদীর ইয়াহূদী গোত্রত্রয়ও মদীনায় বাস করিত। আওস ও খায্‌রাজের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ প্রায়ই সংঘটিত হইত। এইসব যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদের সুযোগ-সুবিধামত মদদ দেওয়াই ছিল ইয়াহূদীদের নীতি। বিনিময়ে তাহারা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদের হিস্‌সা পাইত। তদুপরি তাহারা পরাজিতদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিত। ইয়াহূদীদের নিজেদের মধ্যেও লড়াই-ফাসাদ যথেষ্ট হইত। কিন্তু ধার্মিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধবন্দী মুক্ত করিতে ঘটা করিয়া চাঁদা প্রদান করিত। অথচ যুদ্ধ না করার ও অযথা নির্বাসন না দেওয়ার ওয়াদা ভংগ করিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই।

৮৬. তাহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

٨٦-أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
ع الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(রুকূ' ১১)

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ[৬২] দিয়াছি এবং 'পবিত্র আত্মা'[৬৩] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপুত নয় তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ?

٨٧-وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ
بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

৮৮. তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত',[৬৪] বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্পসংখ্যকই ঈমান আনে।[৬৫]

٨٨-وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَّعَنَهُمُ
اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৮৯. তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যখন তাহার প্রত্যায়নকারী কিতাব আসিল; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের[৬৬] বিরুদ্ধে তাহারা ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত, তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

٨٩-وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج
فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز
فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৬২. 'প্রমাণ' অর্থে এখানে মু'জিযা (দ্র. ৩ : ৪৯)

৬৩. এই স্থলে 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা জিবরাঈল ফেরেশ্‌তাকে বুঝায়।

৬৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাই বলুন না কেন তাঁহার কোন কথাই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না।

৬৫. ইহার অর্থ 'অতি অল্পই বিশ্বাস করে'-ও হয়।

৬৬. এখানে 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারী' বলিতে মুশরিকদের বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা কখনও মুশরিকদের নিকট পরাজিত হইলে শেষ নবীর ওসীলায় বিজয় প্রার্থনা করিত। ইহাও বলিত যে, শেষ নবী তাহাদের মধ্যেই আগমন করিবেন। কিন্তু নবীর আগমনের পর তাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকে।

৯০. উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে— উহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, জিদের বশবর্তী হইয়া[৬৭] তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

٩٠- بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ
اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا
اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ ۚ
فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯১. এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ন কর', তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।' অথচ তাহা ব্যতীত সবকিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার প্রত্যায়নকারী। বল, 'যদি তোমরা মু'মিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে ?'

٩١- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ
فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ
مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯২. এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছে, তাহার পরে তোমরা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর তোমরা তো জালিম।

٩٢- وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৯৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম এবং তূরকে তোমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম[৬৮], 'যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম।[৬৯] কুফরী হেতু

٩٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ
خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۭ
قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۤ

৬৭. অন্যদের (কুরায়শদের) মধ্যে শেষ নবীর আগমন হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল।

৬৮. 'বলিয়াছিলাম' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৬৯. মুখে বলিয়াছিল 'শ্রবণ করিলাম' কিন্তু মনে মনে বলিয়াছিল 'অমান্য করিলাম'।

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

তাহাদের হৃদয়ে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হইয়াছিল। বল, 'যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমাদের ঈমান যাহার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট।'

٩٤- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৯৪. বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

٩٥- وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

৯৫. কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না এবং আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٩٦- وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ
أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ○ ع

৯৬. তুমি নিশ্চয় তাহাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি মুশরিক অপেক্ষাও অধিক লোভী দেখিতে পাইবে। তাহাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সহস্র বৎসর আয়ু দেওয়া হইত; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।

(রুকূ' ১২)

٩٧- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৯৭. বল, 'যে কেহ জিব্‌রীলের শত্রু এইজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'—

٩٨- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ○

৯৮. 'যে কেহ আল্লাহ্‌র, তাঁহার ফেরেশতাগণের, তাঁহার রাসূলগণের এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের শত্রু সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই কাফিরদের শত্রু।'

৯৯. এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

٩٩- وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ
وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

১০০. তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

١٠٠- اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا
نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০১. যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট রাসূল[৭০] আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার প্রত্যায়নকারী, তখন যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা জানে না।

١٠١- وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ
مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ
وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০২. এবং সুলায়মানের[৭১] রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত।[৭২] সুলায়মান কুফরী করে নাই, বরং শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং যাহা[৭৩] বাবিল শহরে[৭৪] হারূত ও মারূত ফেরেশতা-দ্বয়ের[৭৫] উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, 'আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করিও না।'[৭৬] তাহারা উভয়ের

١٠٢- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ
سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ
الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۙ
وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ
وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ
حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ
فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ

৭০. রাসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)।

৭১. দাঊদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ) নবী ও বাদশাহ ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০-৯৩০ সালে প্যালেস্টাইনে তাঁহার রাজত্ব ছিল। ইস্‌রাঈলী বাদশাহগণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শানশওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা মুতাবিক সুলায়মান (আ) জাদুবিদ্যার সাহায্যে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার প্রতি কুফরীর অপবাদও দিয়াছে।

৭২. ইয়াহূদীরা তাওরাত না পড়িয়া (জিন ও মানুষ) শয়তানদের নিকট জাদু শিখিত ও উহার উপর আমল করিত।

৭৩. ما অর্থ 'যাহা', 'না'। প্রথম অর্থে ما موصولة ও দ্বিতীয় অর্থে ما نافية বলে। এখানে ما 'মাওসূলা'রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭৪. বাবিল বা ব্যাবিলন শহরটি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে ইহা তৎকালীন পৃথিবীতে একটি অতি উন্নত শহর বলিয়া গণ্য হইত।

৭৫. এককালে বাবিলে জাদুবিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ফলে লোকেরা জাদুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং জাদুকরদের অনুসরণ করিতে থাকে। আল্লাহ্ মানুষকে জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তখন হারূত ও মারূত নামক দুই ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন।

৭৬. জাদুতে বিশ্বাস করা ও উহার অনুসরণ করা কুফ্‌র।

নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত!

ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم
بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ
وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ
لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ○

১০৩. যদি তাহারা ঈমান আনয়ন করিত ও মুত্তাকী হইত, তবে নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিফল আল্লাহ্‌র নিকট অধিক কল্যাণকর হইত, যদি তাহারা জানিত!

١٠٣- وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ
مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۚ
لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ○ ع

(রুকূ' ১৩)

১০৪. হে মু'মিনগণ! 'রাইনা'[৭৭] বলিও না, বরং 'উনজুরনা' বলিও এবং শুনিয়া রাখ,[৭৮] কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٠٤- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا
وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ
وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১০৫. কিতাবীদের[৭৮.১] মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা এবং মুশরিকরা ইহা চাহে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক। অথচ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য

١٠٥- مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ
أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ
وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ

৭৭. 'রা'ইনা' مراعة হইতে উদ্গত ; رعى অর্থ অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশোনা করা। মু'মিনগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করিত। অর্থ--'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে বলুন।' এই শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় 'ভর্ৎসনা' অর্থে ব্যবহৃত হইত। رعونة হইতে নির্গত অর্থে 'হে বোকা'। মু'মিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাহারাও রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে ইহা ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করিত। সুতরাং মু'মিনগণকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার অর্থবোধক 'উনজুরনা' শব্দ, যাহার অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে।

৭৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধগুলি রাসূলের নিকট শুনিবে ও মানিয়া চলিবে।

৭৮.১. কিতাব যাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কিতাবী, যথা : ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান যাহাদের উপর যথাক্রমে তাওরাত ও ইন্‌জীল নাযিল হইয়াছিল। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে اهل الكتب ও الذين اوتوا الكتب বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৬. আমি কোন আয়াত রহিত[৭৯] করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٠٦- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নাই, সাহায্যকারীও নাই।

١٠٧- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও, যেইরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল?[৮০] এবং যে কেহ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে, নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

١٠٨- اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১০৯. তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনিবার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٠٩- وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১০. তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করিবে

١١٠- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

৭৯. نسخ-এর অর্থ এক বস্তুকে (পরবর্তীতে) অন্য এক বস্তু দ্বারা রহিত করা। আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে : (১) হযরত (সা)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব (আল্-কুরআন) বা শরী'আত দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্তী রাসূল (আ)-গণের উপর অবতীর্ণ কিতাব বা শরী'আত রহিত হইয়াছে; (২) ফকীহ্দের মতে নাস্খ শরী'আতের কোন হুকুম পরবর্তীতে আগত কোন হুকুম দ্বারা পরিবর্তিত বা রহিত হওয়া, মূলনীতিতে পরিবর্তন বা রহিত করা হয় না।

৮০. তাহারা কি ধরনের প্রশ্ন করিত উহার জন্য দ্র. ২ : ৫৫, ৬১; ৪ : ১৫৩।

আল্লাহ্‌র নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

عِنْدَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১১১. এবং তাহারা বলে, 'ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

١١١- وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ
كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۚ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۚ
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ○

১১২. হাঁ, যে কেহ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

١١٢- بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ع

(রুকূ' ১৪)

১১৩. ইয়াহূদীরা বলে, 'খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নাই' এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নাই'; অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন।

١١٣- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى
شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ
عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ
كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ
قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১১৪. যে কেহ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে এবং উহাদের বিনাশসাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম কে হইতে পারে? অথচ ভয়-বিহ্বল না হইয়া তাহাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

١١٤- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ
اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۚ
اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا
خَآئِفِيْنَ ۬ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

١١٥- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ
فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

১১৬. এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।'[৮১] তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। সবকিছু তাঁহারই একান্ত অনুগত।

١١٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ
سُبْحٰنَهٗ ۗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

১১৭. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা[৮২] এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য শুধু বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।

١١٧- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۝

১১৮. এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে,[৮৩] 'আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন ? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন ?' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি।

١١٨- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۗ
كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ
قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ
قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

১১৯. আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

١١٩- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۝

১২০. ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞান

١٢٠- وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى
حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى
اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ

৮১. ইয়াহূদীগণ হযরত 'উযায়র (আ)-কে, খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র (৯ : ২৯) এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা (১৬ : ৫৭) বলিত।

৮২. بديع অর্থ যিনি অনস্তিত্ব হইতে কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।

৮৩. রাফি' ইব্‌ন খুযায়মা নামক এক বিধর্মী মহানবী (সা)-কে বলিয়াছিল, 'যদি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল হইয়া থাকেন তবে আল্লাহ্‌কে আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে অনুরোধ করুন, যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পারি', তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (ইব্‌ন জারীর)।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।

١٢١- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১২১. যাহাদেরকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে ইহা তিলাওয়াত করে[৮৪] তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে; আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

(রুকূ‘ ১৫)

١٢٢- يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১২২. হে ইসরাঈল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং তোমাদেরকে বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

١٢٣- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না, কাহারও নিকট হইতে কোন বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্তও হইবে না।

١٢٤- وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ

১২৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীমকে[৮৫] তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা[৮৬] করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিতেছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য

৮৪. অর্থাৎ নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে।

৮৫. হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম সকলের 'আকীদা মুতাবিক বড় পয়গাম্বর ছিলেন। আরবের মুশরিকগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি ব্যাবিলনের (বর্তমান ইরাক) 'উর' নামক শহরে আনু. খ্রি. পূ. ২১৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'দীন' প্রচারের উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইনে চলিয়া যান এবং তথায় খ্রি. পূ. ১৯৮৫ সালে ইন্‌তিকাল করেন। হযরত ইসমা'ঈল ও হযরত ইসহাক (আ) তাঁহার পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর হইলেন কুরায়শসহ হিজায ও নাজদের অধিকাংশ আরব কবীলা।

৮৬. ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; অগ্নিতে নিক্ষেপ (২১ : ৬৮), দেশ হইতে হিজরত, সন্তানের কুরবানী করিতে নির্দেশ (৩৭ : ১০২) ইত্যাদি দ্বারা। ভিন্নমতে তাঁহাকে মানবজাতির নেতৃত্বের اِمَامًا দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন (ইব্‌ন কাসীর)।

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

হইতেও ?' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।'

١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَاَمْنًا ؕ
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ
وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّاۤئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

১২৫. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম,[৮৭] 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে[৮৮] সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইব্রাহীম ও ইস্মাঈলকে তাওয়াফকারী,[৮৯] ই'তিকাফকারী,[৯০] রুকূ' ও সিজ্দাকারীদের[৯১] জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম।

١٢٦- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا
ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১২৬. স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! ইহাকে[৯২] নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদেরকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও।' তিনি বলিলেন, 'যে কেহ কুফরী করিবে তাহাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং কত নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!'

١٢٧- وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১২৭. স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

---

৮৭. 'এবং বলিয়াছিলাম' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৮৮. যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া ইব্রাহীম (আ) কা'বাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্র. ২ : ১২৭)।

৮৯. তাওয়াফ : কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে 'তাওয়াফ' বলা হয়, ইহা হজ্জের একটি বিশেষ রুক্ন।

৯০. কিছুকালের জন্য বিশেষ নিয়মে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মসজিদে আল্লাহ্র 'ইবাদতে মশগুল থাকাকে 'ইতিকাফ' বলা হয়। রমযানের শেষ দশ দিন ইহা পালন করা সুন্নাতে কিফায়া।

৯১. রুকূ' ও সিজদা সালাতের বিশেষ দুইটি রুক্ন।

৯২. অর্থাৎ মক্কা শরীফকে।

১২৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১২৯. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিও—যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে; তাহাদেরকে কিতাব ও হিক্মত[৯৩] শিক্ষা দিবে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۭ
ع إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(রুকূ' ১৬)

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে। পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম।

١٣٠- وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهٖمَ
إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ
فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১৩১. তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলিয়াছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

١٣١- إِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ أَسْلِمْ ۙ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৩২. এবং ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এই দীনকে[৯৪] মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।[৯৫]

١٣٢- وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۭ
يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

---

৯৩. যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিক্মত বলা হয়।

৯৪. 'দীন' অর্থ ইসলাম।

৯৫. অর্থাৎ আমরণ ইসলামে কায়েম থাকিবে।

১৩৩. ইয়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করিবে ?' তাহারা তখন বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ্-এর[৯৬] এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এরই 'ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

١٣٣- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي ؕ قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ
وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ
وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ
وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৪. সেই ছিল এক উম্মত, তাহা অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

١٣٤- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৩৫. তাহারা বলে, 'ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান হও, ঠিক পথ পাইবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

١٣٥- وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ؕ
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيفًا ؕ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে; এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হইয়াছে; আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

١٣٦- قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ
أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى
وَعِيسٰى وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۘ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

৯৬. ইলাহ্ অর্থ মা'বূদ।

১৩৭. তোমরা যাহাতে ঈমান আনয়ন করিয়াছ তাহারা যদি সেইরূপ ঈমান আনয়ন করে তবে নিশ্চয় তাহারা হিদায়াত পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার[৯৭] জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٣٧- فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

১৩৮. আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহ্র রং,[৯৮] রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁহারই ‘ইবাদতকারী।

١٣٨- صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ز
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝

১৩৯. বল, ‘আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও—যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; এবং আমরা তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ।’

١٣٩- قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

১৪০. তোমরা কি বল, ‘ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব ও তাহার বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টান ছিল ?’ বল, ‘তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্?’ আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হইতে পারে ? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

١٤٠- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ط قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ط
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ط
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

১৪১. সেই ছিল এক উম্মত, তাহা অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

١٤١- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ع

৯৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য।

৯৮. বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে রঙিন পানিতে ডুবাইয়া দীক্ষা দানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এখানে এই ধরনের রীতির অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহ্র রঙ صبغة অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে নয়, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করাতেই সফলতা নিহিত। আয়াতে ‘আমরা গ্রহণ করিলাম’ বাক্যটি উহ্য আছে।

দ্বিতীয় পারা

(রুকূ‘ ১৭)

১৪২. নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলিবে যে, তাহারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে কিসে[৯৯] তাহাদেরকে ফিরাইয়া দিল ? বল, ‘পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।’

১৪৩. এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী[১০০] জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে।[১০১] তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যাহাতে জানিতে পারি[১০২] কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়। আল্লাহ্ যাহাদের সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ্ এইরূপ নহেন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন।[১০৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

১৪৪. আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিব্‌লার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পসন্দ কর।

١٤٢- سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ
مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط
قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط
يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○
١٤٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا
لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ
اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط
وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى
اللّٰهُ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○
١٤٤- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ج
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ص

---

৯৯. হযরত মুহাম্মদ (সা) হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতেন। অতঃপর তাঁহাকে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। যে দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করা হয় সে দিককে ‘কিবলা’ বলা হয়। কিবলা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হয়।

১০০. ‘উম্মাতান ওয়াসাতান’ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থ মধ্যপন্থী উম্মত। হাদীসে ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। চরম ও নরম উভয় পন্থাই বর্জনীয়।

১০১. কিয়ামত দিবসে নূহ (আ)-এর উম্মতগণ বলিবে, ‘আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে নাই।’ তখন নূহ (আ) বলিবেন, ‘আমি হিদায়াতের বাণী তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়াছি, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উম্মত আমার সাক্ষী।’ —বুখারী।

১০২. আল্লাহ্ জানেন, তবে মানব সমাজে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

১০৩. কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁহারা ইন্‌তিকাল করিয়াছিলেন তাঁহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঈমান ও সালাত কবূল হইয়াছে কি না ইহা লইয়া কাহারও কাহারও মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতএব তুমি মসজিদুল হারামের[১০৪] দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে,[১০৫] উহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৪৫. যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ কর, তবুও তাহারা তোমার কিব্‌লার অনুসরণ করিবে না; এবং তুমিও তাহাদের কিব্‌লার অনুসারী নও, এবং তাহারাও পরস্পরের কিব্‌লার অনুসারী নয়।[১০৬] তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

١٤٥- وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ
بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِينَ ○ وقف لازم

১৪৬. আমি যাহাদেরকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে[১০৭] এবং তাহাদের একদল জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে।

١٤٦- اَلَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ وقف منزل

১৪৭. সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

١٤٧- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○ ع

(রুকূ' ১৮)

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই

١٤٨- وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا وقف النبي صلى الله عليه وسلم

১০৪. মহাসম্মানিত মসজিদ—মক্কার সেই মসজিদ যাহা কা'বাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

১০৫. পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে কিতাবীরা জানিত, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উম্মতের কিবলা বায়তুল্লাহ্ই নির্ধারিত হইবে।

১০৬. ইয়াহূদীরা খ্রিস্টানদের ও খ্রিস্টানরা ইয়াহূদীদের কিবলার অনুসারী নহে।

১০৭. তাহাদের ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত ছিল।

থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۚ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৪৯. যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

١٤٩- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫০. তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে জালিমদের ব্যতীত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর। যাহাতে আমি আমার নিয়ামত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার।

١٥٠- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۙ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۙ
وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্মত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়।

١٥١- كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব।[১০৭.১] তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।

١٥٢- فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○

(রুকূ‘ ১৯)

১৫৩. হে মু’মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

١٥٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১০৭.১. আল্লাহর স্মরণ করার অর্থ, তিনি আমাদের আমলের বিনিময় দিবেন।

১৫৪. আল্লাহ্‌র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদেরকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত;[১০৮] কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না।

১৫৫. আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে—

১৫৬. যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'

১৫৭. ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত।

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া[১০৯] আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেহ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে সা'ঈ করিলে তাহার কোন পাপ নাই[১১০] আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করিলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা,[১১১] সর্বজ্ঞ।

১৫৯. নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের

١٥٤- وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ ؕ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ ۝

١٥٥- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِينَ ۝

١٥٦- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ ۙ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ۝

١٥٧- أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

١٥٨- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

١٥٩- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى

১০৮. দ্র. ৩ : ১৬৯।

১০৯. সাফা ও মারওয়া কা'বা শরীফের নিকটস্থ দুইটি পাহাড়। শিশু ইসমা'ঈল (আ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজিরার জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে নির্বাসন (১৪ : ৩৭), খাদ্য ও পানির অভাবে ইসমা'ঈলের মৃতপ্রায় অবস্থা এবং তজ্জনিত মাতা হাজিরার নিদারুণ মর্মপীড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই দুই পাহাড়। এখানে এককালে সবরের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রস্রবণ (যম্‌যম্) প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সর্বোপরি একটি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই এই পাহাড় দুইটি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

১১০. হজ্জ ও 'উমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানোর (সা'ঈ) নিয়ম ইব্‌রাহীম (আ)-এর সময় হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। মুশরিকগণ হজ্জ ও 'উমরার অনুষ্ঠানাদিতে শির্‌ক ও বিদ'আতের প্রবর্তন করিয়াছিল। তাহারা এই পাহাড়দ্বয়ে দেবমূর্তি স্থাপন করিয়া সা'ঈ-এর সময়ে এইগুলি প্রদক্ষিণ করিত। এই কারণে কোন কোন সাহাবী, বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সা'ঈ করা গুনাহ্‌র কাজ বলিয়া মনে করিতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এখানে তাওয়াফ সা'ঈ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১১১. শাকিরুন شاكر-এর শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞ। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য হইলে ইহার অর্থ হয় গুণগ্রাহী বা পুরস্কারদাতা।

জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহাদেরকে লা'নত দেন[১১২] এবং অভিশাপকারীরাও তাহাদেরকে অভিশাপ দেয়।[১১৩]

مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ
أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ

১৬০. কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইহারাই তাহারা যাহাদের তওবা আমি কবূল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

١٦٠- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا
فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ
وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১৬১. নিশ্চয়ই যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাহাদের উপর লা'নত আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের।

١٦١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ
كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ

১৬২. উহাতে[১১৪] তাহারা স্থায়ী হইবে। তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদেরকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না।

١٦٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

١٦٣- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ ع

(রুকূ' ২০)

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে,

١٦٤- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ
تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا

১১২. আল্লাহ্‌র রহমত হইতে তাহারা বিতাড়িত।

১১৩. তাহাদের গুনাহ্‌র ফলে সৃষ্টিতে বিপর্যয় আসে বলিয়া আল্লাহ্‌র অনুগত সকল সৃষ্টি তাহাদের জন্য বদ-দু'আ করে।

১১৪. উহাতে অর্থাৎ লা'নতে ও অভিশপ্ত অবস্থায়।

বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৫. তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌কে ভালবাসার অনুরূপ তাহাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ়। জালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায় ! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

١٦٥-وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ
الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعَذَابِ ○

১৬৬. যখন অনুসৃতগণ[১১৫] অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে,

١٦٦-اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○

১৬৭. আর যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হায় ! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিল।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদেরকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

١٦٧-وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا
لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ
يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ
عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ○ ع

(রুকূ' ২১)

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٦٨-يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ
حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

১১৫. অনুসৃতগণ হইতেছে তাহাদের নেতৃবৃন্দ যাহারা তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছে।

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা যাহা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

١٦٩- إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ
وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৭০. যখন তাহাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর', তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব।' এমন কি, তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না—তৎসত্ত্বেও।

١٧٠- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ
قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ
أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১৭১. যাহারা কুফরী করে তাহাদের উপমা : যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যাহা হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না—বধির, মূক, অন্ধ,[১১৬] সুতরাং তাহারা বুঝিবে না।

١٧١- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ
الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১৭২. হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁহারই 'ইবাদত কর।

١٧٢- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا
مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত,[১১৭] শূকর-মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে[১১৭.১] তাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ

١٧٣- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ
لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ

১১৬. দ্র. টীকা নং ১২।

১১৭. প্রবাহিত রক্ত, যবেহ করার পর ধমনী ও শিরা হইতে নির্গত প্রবহমান রক্ত, ইহা হারাম ও নাপাক (৬ : ১৪৫); জমাট রক্তও তদ্রূপ।

১১৭.১. যবেহ-এর কালে।

إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

হইবে না।[১১৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧٤- إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝

১৭৪. আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য[১১৯] গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٧٥- أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

১৭৫. তাহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে; আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল!

١٧٦- ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۝ ع ٢١ ٩ ٥

১৭৬. ইহা এইহেতু যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে।

(রুকূ' ২২)

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ

১৭৭. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ্প্রেমে[১২০] আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে,

১১৮. অনন্যোপায় হইয়া কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য বর্ণিত হারাম বস্তু হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভক্ষণ করিলে গুনাহ্ হইবে না।

১১৯. দুনিয়ার সম্পদ মাত্রই তুচ্ছ।

১২০. وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ আয়াতের حبه শব্দটির ه সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ অথবা ধন-সম্পদ উভয়কেই বুঝায়। এখানে على حبه-এর অর্থ আল্লাহ্-প্রেম লওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দীন-দরিদ্রকে দান করাই নিঃস্বার্থ দান।

অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ
الْبَاْسِ ۗ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ
وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

১৭৮. হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[১২১] বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী,[১২২] কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তাহার দেয় আদায় বিধেয়[১২৩]। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ইহার পরও যে সীমালংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

١٧٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ
مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ
اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে,[১২৪] যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।

١٧٩- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يّٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৮০. তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তাহার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত[১২৫] করার বিধান তোমাদেরকে

١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖۚ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

১২১. طلب الدم بالقود প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যার দাবি করা। تتبع الدم بالقود – সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রহিয়াছে, ইসলামী পরিভাষায় তাহাকে 'কিসাস' বলা হয়।

১২২. জাহিলী যুগে নরহত্যার শাস্তির ব্যাপারে গোত্রে গোত্রে, প্রবলে দুর্বলে ও কুলীনে-অকুলীনে পার্থক্য করার নিয়ম ছিল। সম্ভ্রান্ত বা শক্তিশালী দলের এক ব্যক্তি দুর্বল অথবা নিম্নশ্রেণীর কাহারো দ্বারা নিহত হইলে হত্যাকারীর সঙ্গে তাহার গোত্রের বা দলের আরো কিছু লোককে হত্যা করা হইত। অন্যদিকে হত্যাকারী সবল বা সম্ভ্রান্ত হইলে প্রাণদণ্ড এড়াইয়া যাইত। এই ধরনের নিয়ম রহিত করিয়া কেবল হত্যাকারীকে, সে যে-ই হউক না কেন, প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (দ্র. ৫ : ৪৫) اخيه। তাহার ভাই, এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য নিহত উত্তরাধিকারীকে ভাই বলা হইয়াছে।

১২৩. নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে হত্যাকারীর নিকট বিধিমত دية অর্থাৎ অর্থদণ্ডের দাবি করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবি পূর্ণ করিতে হইবে।

১২৪. কিসাসের বিধান অন্যায় হত্যা বন্ধ করিয়া জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে।

১২৫. মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বণ্টনের নির্দেশ দানকে ওসিয়াত বলা হয়।

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

দেওয়া হইল।[১২৬] ইহা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।

١٨١- فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ
عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৮১. উহা শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে, তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا
اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ع

১৮২. তবে যদি কেহ ওসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার কোন অপরাধ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

(রুকূ' ২৩)

١٨٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৮৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের[১২৭] বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার—

١٨٤- اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ
وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১৮৪. সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদেরকে সাতিশয় কষ্ট[১২৮] দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদ্য়া— একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান[১২৯] করা। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানিতে।

১২৬ পরবর্তীতে মীরাসের আয়াতে (৪ : ১১, ১২, ১৭৬) সম্পত্তিতে যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ওসিয়াতের আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহাদের জন্য ওসিয়াত রহিত করা হইয়াছে। অনধিক এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসিয়াত (শর্তাধীনে) করা যায়। উহা বাধ্যতামূলক নহে।

১২৭. সুব্হে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সংগম হইতে বিরত থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় 'সিয়াম' বলা হয়।

১২৮. এমন কষ্ট যাহা শরী'আতের দৃষ্টিতে ওযর বলিয়া গণ্য, যেমন অতিবার্ধক্য, চিররোগ ইত্যাদি।

১২৯. অর্থাৎ এক দিনের সাওমের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া।

১৮৫. রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

١٨٥- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।

١٨٦- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

১৮৭. সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে।[১৩০] তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা কামনা কর।

١٨٧- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا

১৩০. প্রথম দিকে রামাযানের রাত্রিতে ঘুমাইয়া গেলে পর পুনরায় জাগিয়া খাদ্য গ্রহণ এবং স্ত্রী-গমনের নিয়ম ছিল না। সাহাবীদের কেহ কেহ এই বিধি কখনও কখনও লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন ও ইহাতে অনুতপ্ত হইতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ
اِلَى الَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ لا فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত[১৩১] অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে সংগত হইও না। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধানাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাকী হইতে পারে।

١٨٨- وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ع ٢٣ ٧

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া-শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।

(রুকূ' ২৪)

١٨٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط
قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ج
وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১৮৯. লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক।' পশ্চাৎদিক[১৩২] দিয়া তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ তাক্ওয়া অবলম্বন করিলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

١٩٠- وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

১৯০. যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; কিন্তু সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘন-কারিগণকে ভালবাসেন না।

১৩১. ৯০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩২. অন্ধকার যুগে হজ্জ বা 'উমরার ইহরাম বাঁধিয়া গৃহের সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মহাপাপ ও পশ্চাদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে পুণ্য লাভ হয় বলিয়া লোকেরা মনে করিত। তাহাদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত ব্যাপারে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পথে চলার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

১৯১. যেখানে তাহাদেরকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করিয়াছে তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদেরকে বহিষ্কার করিবে। ফিতনা[১৩৩] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদেরকে[১৩৪] হত্যা করিবে, ইহাই কাফিরদের পরিণাম।

١٩١-وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯২. যদি তাহারা বিরত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٢-فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯৩. আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে জালিমদেরকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না।[১৩৫]

١٩٣-وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের[১৩৬] বিনিময়ে। যাহার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান।[১৩৭] সুতরাং যে কেহ তোমাদেরকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন।

١٩٤-اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৩৩. ফিতনা অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শির্‌ক, কুফর, নির্যাতন ইত্যাদি।

১৩৪. যুদ্ধরত শত্রুদিগকে।

১৩৫. নারী, শিশু, পঙ্গু, রুগ্ন, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বা যুদ্ধে সহায়তা করিতে অক্ষম।

১৩৬. যিলকাদাঃ যিলহাজ্জ, মুহাররাম ও রাজাব এই চারি মাস الشهر الحرام (পবিত্র মাস)। এই চারি মাস আরববাসীদের নিকট অতি পবিত্র ছিল, সেইহেতু তাহারা এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না।

১৩৭. কোন বস্তুর পবিত্রতা উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়। এই আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেহেতু মুশরিকেরা পবিত্র মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিল সেইহেতু মুসলমানগণকেও এই আয়াতে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে।

১৯৫. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।[১৩৮] তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।

١٩٥- وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا
بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوْا ۚ
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৯৬. তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ[১৩৯] থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদ্‌য়া[১৪০] দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হইতে চায়[১৪১] সে সহজলভ্য কুরবানী করিবে। কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন— এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম[১৪১.১] পালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য, যাহাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর।

١٩٦- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيْضًا أَوْ بِهٖٓ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ
مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ
أَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهٗ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

---

১৩৮. জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া বা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া।

১৩৯. এবং সে অবস্থায় যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে তবে তাহাকে সিয়াম কিংবা দান-খয়রাত অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিতে হইবে।

১৪০. বিধিসঙ্গত কারণবশত ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রহিয়াছে উহাকে ফিদ্‌য়া বলে।

১৪১. 'মীকাত' (ইহ্‌রাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থান) হইতে হজ্জ ও 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া একই সঙ্গে উভয় 'ইবাদত আদায় করাকে হজ্জে 'কিরান' বলে।
মীকাত হইতে প্রথমে 'উমরার ও 'উমরা সম্পন্ন করিয়া মক্কা হইতে পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া একই সফরে উভয় 'ইবাদত আদায় করাকে 'তামাত্তু' (লাভবান হওয়া অর্থাৎ এক সঙ্গে দুই পুণ্য অর্জন) বলে।
মীকাত হইতে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া উক্ত সফরে কেবল হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে 'ইফ্‌রাদ' বলে।

১৪১.১ ১২৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(রুকূ' ২৫)

১৯৭. হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে[১৪২] তাহার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।[১৪৩] হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

١٩٧- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ
فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا
تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا
فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫
وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ○

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নাই।[১৪৪] যখন তোমরা 'আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশ'আরুল হারামের[১৪৫] নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করিবে; যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

١٩٨- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ
كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ
لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

১৯৯. অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে।[১৪৬] আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٩- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ
اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

---

১৪২. হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে।

১৪৩. এক শ্রেণীর লোক তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার নামে হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ না করিয়া মানুষের নিকট ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করে। এইরূপ কাজের নিন্দা করিয়া প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সফলতার জন্য 'তাকওয়া'র পাথেয় অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

১৪৪. অর্থাৎ হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষেধ নয়।

১৪৫. 'আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী মুয্দালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশ'আরুল হারাম' বলা হয়। যিলহজ্জ মাসের ৯ম তারিখ দিবাগত রাত্রে উক্ত উপত্যকায় অবস্থানকালীন উল্লিখিত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার অধিক যিক্র করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৬. কুরায়শগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাহিরে অবস্থিত 'আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুয্দালিফা উপত্যকায় ৯ম তারিখের 'উকূফ' (অবস্থান) আদায় করিত। আলোচ্য আয়াতে এইরূপ অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া সকলের সঙ্গে 'আরাফাত' ময়দানে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

২০০. অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে[১৪৭] স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও', বস্তুত পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই।

٢٠٠- فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ
اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ
رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا
وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

২০১. আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর—'

٢٠١- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا
فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ النصف

২০২. তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

٢٠٢- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ
وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে[১৪৮] আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে। যদি কেহ তাড়াতাড়ি করিয়া দুই দিনে চলিয়া আসে তবে তাহার কোন পাপ নাই[১৪৯], আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই। ইহা তাহার জন্য, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁহার নিকট একত্র করা হইবে।

٢٠٣- وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার

٢٠٤- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ
قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

১৪৭. অন্ধকার যুগে হজ্জ সমাপনান্তে মিনার ময়দানে একত্র হইয়া কবিতা, লোকগাথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্য বর্ণনার প্রথা ছিল, তৎপরিবর্তে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৮. অর্থাৎ 'আয়্যামে তাশরীক'-এর মধ্যে অর্থাৎ যিলহাজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে বিশেষভাবে যিক্‌র করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৯. যিলহাজ্জের ১১ ও ১২ তারিখে মিনায় অবস্থান অবশ্যকর্তব্য। আর ১৩ তারিখেও অবস্থান করা ভাল।

অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ
وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

২০৫. যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ অশান্তি পসন্দ করেন না।

٢٠٥- وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

২০৬. যখন তাহাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর', তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

٢٠٦- وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ
اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ
فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

٢٠٧- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ
رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

২০৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর[১৫০] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٢٠٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا
فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২০৯. সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

٢٠٩- فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ
الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২১০. তাহারা শুধু ইহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপর সবকিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

٢١٠- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ
فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
وَقُضِىَ الْاَمْرُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ○ ع ٢٥

১৫০. ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ইয়াহূদী ধর্মের কোন কোন কাজ পূর্ববৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন নির্দেশ দেয়া হয়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধগুলি পুরাপুরিভাবে পালন করা। অন্য মত বা পথের অনুসরণ করা কোন অবস্থাতেই তাহার পক্ষে সমীচীন নয়।

(রুকূ' ২৬)

২১১. বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাহাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসিবার পর কেহ উহার পরিবর্তন করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

٢١١-سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ
فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২১২. যাহারা কুফরী করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে, তাহারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। আর যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

٢١٢-زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদেরকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে, তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত, আল্লাহ্ তাহাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

٢١٣-كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ
اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে—যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসে নাই ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাহাদেরকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল।

٢١٤-اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ
مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا

حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ
اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

এমনকি রাসূল এবং তাঁহার সঙ্গে ঈমান আনয়নকারিগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসিবে ?' জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে।

٢١٥-يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ
اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

২১৫. লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٢١٦-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا
وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا
وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ
ع لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যাহা অপসন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

(রুকূ' ২৭)

٢١٧-يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ
قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ

২১৭. পবিত্র মাসে[১৫১] যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়।' কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে[১৫১.১] বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা[১৫২] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।' তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে

১৫১. ১৩৭ নং টীকা দ্র.।
১৫১.১ প্রবেশে বাধা।
১৫২. ১৩৩ নং টীকা দ্র.।

عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

তোমাদের দীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই দোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

٢١٨- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
أُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৮. যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা হিজরত করে এবং জিহাদ[১৫৩] করে আল্লাহ্‌র পথে, তাহারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

٢١٩- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ
قُلْ فِيْهِمَآ إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۘ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُوْنَكَ
مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তাহারা ব্যয় করিবে ? বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত।' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর—

٢٢٠- فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْئَلُوْنَكَ
عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ
وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম।' তোমরা যদি তাহাদের সঙ্গে একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১৫৩. جهاد শব্দ جهد হইতে উদ্ভূত। جهد অর্থ চেষ্টা করা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করা। দীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে সংগ্রাম করা হয় উহাকে 'জিহাদ' বলা হয়।

২২১. ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক নারীকে তোমরা বিবাহ করিও না—মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও, নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সঙ্গে তোমরা বিবাহ দিও না—মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও, মু'মিন ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম। উহারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

٢٢١-وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط
وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ
يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ
ع ٢٧ ٥ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(রুকূ' ২৮)

২২২. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উহা অশুচি।' সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করিবে না। অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে[১৫৪] ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদেরকেও ভালবাসেন।

٢٢٢-وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط
قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ
فِي الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى
يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ
مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্য-ক্ষেত্র।[১৫৫] অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্‌কেও ভয় করিও।

٢٢٣-نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا
حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ

১৫৪. পাপানুষ্ঠানের পর যাহারা অনুতপ্ত হয় ও পরবর্তীকালে পাপের পুনরাবৃত্তি করিবে না–এই সংকল্প করে তাহারাই তওবাকারী।

১৫৫. বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু ভোগ-উপভোগের জন্য নয়। সুন্দর শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎসন্তান জন্ম দেওয়া ও তাহাদের সুষ্ঠু লালন-পালন ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিয়ত সঠিক হইলে ইসলামের দৃষ্টিতে ইহাও অতি সওয়াবের কাজ। কাজেই শরী'আতসম্মত জীবন যাপন করিয়া আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ مُّلٰقُوهُ ۗ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

আর জানিয়া রাখিও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হইতে যাইতেছ এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও।

٢٢٤- وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً
لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২২৪. তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইতে বিরত রহিবে—এই শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে তোমরা অজুহাত করিও না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٥- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ
أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করিবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

٢٢٦- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَآءُوْ
فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

২২৬. যাহারা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত না হওয়ার শপথ করে তাহারা চার মাস অপেক্ষা করিবে[১৫৬]। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢٧- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২২৭. আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٨- وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোস-নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে[১৫৭] তাহাদের পুনঃ গ্রহণে তাহাদের স্বামিগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত

১৫৬. يؤلون অর্থ স্ত্রী-গমন না করার শপথ করে। চারি মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ে এইরূপ সংগত না হওয়ার শপথ করাকে শরী'আতের পরিভাষায় ঈলা (ايلاء) বলা হয়। শপথ অনুযায়ী চারি মাসের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে সংগত না হইলে চারি মাস অতিবাহিত হওয়ামাত্রই তালাক প্রদান ছাড়াই এক তালাক 'বাইন' হইয়া যাইবে, চারি মাসের মধ্যে সংগত হইলে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে, তালাক হইবে না।

১৫৭. স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য অন্য বিবাহ বৈধ নহে, এই সময়সীমাকেই 'ইদ্দত' বলা হয়।

اِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ ع ۲۸ ۱۲

অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (রুকূ' ২৯)

۲۲۹- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ
بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا
افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ○

২২৯. তালাক[১৫৮] দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে। অবশ্য যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে[১৫৯] তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। এইসব আল্লাহ্র সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা আল্লাহ্র এইসব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই জালিম।

۲۳۰- فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ ۲۸
بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ
اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ
اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

২৩০. অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক[১৬০] দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সংগত না হইবে। অতঃপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহ্র বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

১৫৮. যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাকে রাজ'ঈ'র কথা বলা হইয়াছে।

১৫৯. 'মাহ্র' অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরী'আতের পরিভাষায় ইহাকে 'খুলা'' বলা হয়।

১৬০. দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে না।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দত-পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদেরকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও কিতাব এবং হিক্‌মত[১৬১] যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন—যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তাহা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।

٢٣١- وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ
اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪
وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ
وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز
وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ
اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(রুকূ‘ ৩০)

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদেরকে বাধা দিও না। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জান না।

٢٣٢- وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ
اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৩৩. যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যপান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণ-পোষণ করা। কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তাহার সন্তানের

٢٣٣- وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ

১৬১. ৯৩ নং টীকা দ্র.।

بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। এবং উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখিতে চায় তবে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٣٤-وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে।[১৬২] যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করিবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢٣٥-وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي
أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

২৩৫. স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহ প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই।[১৬৩] আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করিবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করিও না; নির্দিষ্ট কাল[১৬৪] পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

১৬২ স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়াছে এমন অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত 'ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

১৬৩. এ স্থলে বৈধব্যবশত 'ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

১৬৪. এ স্থলে নির্দিষ্ট কালের অর্থ 'ইদ্দত।

(রুকূ‘ ৩১)

২৩৬. যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করিয়াছ এবং তাহাদের জন্য মাহ্‌র ধার্য করিয়াছ তাহাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও—সচ্ছল তাহার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তাহার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করিবে, ইহা নেককার লোকদের কর্তব্য।

২৩৭. তোমরা যদি তাহাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মাহ্‌র ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক,[১৬৫] যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাক্‌ওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

২৩৮. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে,[১৬৬] বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীত-ভাবে দাঁড়াইবে;

২৩৯. যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করিবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

٢٣٦- لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○

٢٣٧- وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

٢٣٨- حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ق
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ○

٢٣٩- فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

১৬৫. এই অবস্থায় নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক দেওয়াই বিধেয়। স্বামী সম্পূর্ণ মাহর দিয়া থাকিলে উহার অর্ধেক ফেরত না লওয়া, আর না দিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ মাহর দিয়া দেওয়া তাকওয়ার পরিচায়ক।

১৬৬ এখানে সর্বপ্রকার সালাতের, বিশেষত ‘আসরের সালাতের প্রতি যত্নবান হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াইতে বলা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অথবা বিপদাশংকায় সালাত কায়েম করার নিয়ম সম্পর্কে দ্র. ৪ : ১০১।

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রাখিয়া যায় তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের ওসিয়াত করে। কিন্তু যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٤٠-وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ
مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ
فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ
مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে যথারীতি[১৬৭] ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

٢٤١-وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

২৪২. এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

٢٤٢-كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ ع ٣١ ١٥

(রুকূ‘ ৩২)

২৪৩. তুমি কি তাহাদেরকে দেখ নাই যাহারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল[১৬৮]? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, ‘তোমাদের মৃত্যু হউক।’ তারপর আল্লাহ্ তাহাদের জীবিত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٢٤٣-اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ
حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ
مُوْتُوْا ۗ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

২৪৪. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٤٤-وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْۤا
اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৫. কে সে, যে আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা[১৬৯] প্রদান করিবে ? তিনি তাহার জন্য ইহা

٢٤٥-مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا

১৬৭. ‘ইদ্দত-পূর্তি পর্যন্ত।

১৬৮. পূর্ববর্তী কোন এক সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৬৯. যে ঋণ নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয় উহা ‘কার্‌য-হাসানা’।

كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ص
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

٢٤٦-اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ
اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا
لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا
مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا
تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদেরকে দেখ নাই ? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে[১৭০] বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে পারি।' সে বলিল, 'ইহা তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন যুদ্ধ করিব না?' অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢٤٧-وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى
يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. আর তাহাদের নবী তাহাদের বলিয়াছিল, আল্লাহ্ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হক্দার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই!' নবী বলিল, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

১৭০. শামউয়ীল (আ)।

২৪৮. আর তাহাদের নবী তাহাদের বলিয়াছিল, 'তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত[১৭১] আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন-বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে; ফেরেশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে।'

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝ ع

(রুকূ' ৩৩)

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল[১৭২] সে তখন বলিল, 'আল্লাহ্ এক নদী[১৭৩] দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে; আর যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সেও। অতঃপর অল্পসংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে এবং তাহার সংগী ঈমানদারগণ যখন উহা অতিক্রম করিল তখন তাহারা বলিল, 'জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই।' কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে।' আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

٢٤٩- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۙ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ
يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ ۙ كَمْ مِنْ
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً
بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

১৭১. ইস্রাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে হযরত মূসা (আ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন। ইহাতে বনী ইস্রাঈল দৃঢ়-সংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিত।

১৭২. প্যালেস্টাইন দখল করিতে।

১৭৩. জর্ডান নদী।

২৫০. তাহারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।'

٢٥٠-وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৫১. সুতরাং তাহারা আল্লাহ্র হুকুমে উহাদের পরাভূত করিল; দাউদ জালূতকে সংহার করিল, আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব ও হিক্মত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

٢٥١-فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ﵆ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

২৫২. এই সকল আল্লাহ্র আয়াত, আমি তোমার নিকট উহা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি, আর নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥٢-تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৫৩. এই রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা[১৭৪] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কিছুসংখ্যক ঈমান আনিল এবং কিছুসংখ্যক কুফরী করিল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

الجزء ٣

٢٥٣- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ
مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ
وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ
بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ
مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝ ع ٣٣

(রুকূ' ৩৪)

২৫৪. হে মু'মিনগণ! আমি যাহা তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসিবার পূর্বে, যেই দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না এবং কাফিররাই জালিম।

٢٥٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।[১৭৫] তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট

٢٥٥- اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ
لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ

১৭৪. ৬৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৫. সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্য যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন অথচ সর্বসত্তার যিনি ধারক, তাঁহাকেই কাইয়্যূম বলা হয়।

اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ
اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।[১৭৬]

٢٥٦- لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৫৬. দীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগূতকে[১৭৭] অস্বীকার করিবে ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

٢٥٧- اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ
النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ ع

২৫৭. যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক, তিনি তাহাদেরকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান। আর যাহারা কুফরী করে তাগূত তাহাদের অভিভাবক; ইহারা তাহাদেরকে আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

(রুকূ' ৩৫)

٢٥٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ
فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ وقف لازم
اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ
قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্‌রাহীমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্‌রাহীম বলিল, 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদিত করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করাও তো।'

১৭৬. এই আয়াতটিকে 'আয়াতুল-কুরসী' বলা হয়।

১৭৭. তাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল বস্তু, যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ 'তাগূতের' অন্তর্ভুক্ত।

فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ ○

অতঃপর যে কুফরী করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٢٥٩- اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ
وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ
هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ
مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ
بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ
اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً
لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ ○

২৫৯. অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে[১৭৮] দেখ নাই, যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সে বলিল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন ?' তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে এক শত বৎসর মৃত রাখিলেন। পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, 'তুমি কত কাল অবস্থান করিলে ?' সে বলিল, 'এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'না, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করিয়াছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিব। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; কিভাবে সেইগুলিকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢাকিয়া দেই।' যখন ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইল তখন সে বলিয়া উঠিল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

٢٦٠- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ
تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ
قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ
فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ
ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ

২৬০. যখন ইব্রাহীম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও।' তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না ?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।' তিনি বলিলেন, 'তবে চারটি পাখি লও এবং উহাদেরকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদেরকে ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট

১৭৮. অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইস্রাঈলী নবী হযরত 'উযায়র (আ); দ্র. ৯ : ৩০।

আসিবে। জানিয়া রাখ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

ع وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

(রুকূ' ৩৬)

২৬১. যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٢٦١-مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬২. যাহারা আল্লাহ্র পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

٢٦٢-اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

٢٦٣-قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○

২৬৪. হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলিয়া বেড়াইয়া এবং কষ্ট দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর—যাহার উপর কিছু মাটি থাকে; অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয়। যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٢٦٤-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬৫. আর যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাহার ফলমূল

٢٦٥-وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ

দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

২৬৬. তোমাদের কেহ কি চায় যে, তাহার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর উহার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ফলে উহা জ্বলিয়া যায় ?[১৭৯] এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

(রুকূ' ৩৭)

২৬৭. হে মু'মিনগণ ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর ; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না :[১৮০] অথচ তোমরা উহা গ্রহণ করিবার নও, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার[১৮১] নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিক্মত[১৮২] প্রদান করেন এবং যাহাকে হিক্মত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়;

فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

٢٦٦- اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

٢٦٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

٢٦٨- اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

٢٦٩- يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ

১৭৯. লোক দেখানোর জন্য দান করিলে অথবা দান করিয়া গঞ্জনা ও ক্লেশ দিলে সেই দানে কোন পুণ্য নাই। আয়াতে উহারই উপমা দেওয়া হইয়াছে।

১৮০. হালালভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিতে হইবে। হারাম উপায়ে অর্জিত বস্তু আল্লাহ্ কবূল করেন না।

১৮১. فحشاء অর্থ অশ্লীলতা ও কার্পণ্য।

১৮২. ৯৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

২৭০. যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

٢٧٠- وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল ; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দান কর তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল ; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করিবেন[১৮৩]; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত।

٢٧١- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৭২. তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে ; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য[১৮৪] এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

٢٧٢- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭৩. ইহা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত[১৮৫] লোকদের ; যাহারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময়[১৮৬] ঘোরাফেরা করিতে পারে না ; যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদেরকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে; তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাচ্ঞা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।

٢٧٣- لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

---

১৮৩. দান-খয়রাতের ফলে আল্লাহ্ ছোট (সাগীরা) গুনাহ্ মা'ফ করিয়া দেন (১১ : ১১৪)।

১৮৪. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিলেই পরিণামে উহা নিজের জন্য কল্যাণকর হইবে।

১৮৫. যে সকল লোক দীনের কাজে ব্যস্ত বা কোন না কোনভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে উপার্জন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ লোকদের উদাহরণ হইল 'আসহাবুস-সুফ্ফাঃ' যাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময়ে দীনী শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রয়োজনে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য মদীনার মসজিদে নববীর সংলগ্ন স্থানে সর্বদা অবস্থান করিতেন।

১৮৬. ضرب فى الارض-এর অর্থ, এ স্থলে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফেরা করা।

(রুকূ‘ ৩৮)

২৭৪. যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৫. যাহারা সুদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এইজন্য যে, তাহারা বলে, ‘ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।’ অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন। যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে, তবে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে। আর যাহারা পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই দোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।

২৭৭. নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতি-পালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৮. হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা মু’মিন হও।

২৭৯. যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না।

٢٧٤- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

٢٧٥- اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ
اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ
فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى
فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ
عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

٢٧٦- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

٢٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

٢٧٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا
بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

٢٧٩- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

وقف لازم

২৮০. যদি খাতক[১৮৭] অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানিতে।

٢٨٠- وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ
وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮১. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যানীত হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

٢٨١- وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ
فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى
ع كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(রুকূ‘ ৩৯)

২৮২. হে মু’মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেমন আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়-বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা[১৮৮] ছোট হউক অথবা বড়

٢٨٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ
اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ
اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ
يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا

১৮৭. ‘খাতক’ শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

১৮৮. ঋণ।

إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ص
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

হউক, মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর;[১৮৯] কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত।

٢٨٣-وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ع ٢

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখিবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে কেহ উহা গোপন করে অবশ্যই তাহার অন্তর পাপী। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

(রুকূ‘ ৪০)

٢٨٤-لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৮৪. আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮৯. ধারে ক্রয়-বিক্রয় বা কারবারের জন্য এই বিধান। এই ধরনের লেনদেন লিখিয়া রাখা ও ইহার জন্য সাক্ষী রাখা উত্তম (মুস্তাহাব)।

২৮৫. রাসূল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহে, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনিয়াছে। তাহারা বলে,[১৯০] 'আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না', আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই[১৯১] আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।'

٢٨٥-اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৬. আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

٢٨٦-لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ
وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ
وَارْحَمْنَا ۥ
اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ ع

১৯০. ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

১৯১. ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।